卐 বেদের বিভাগ ঃ আকৃতিগত দৃষ্টিতে বেদ চারপ্রকার। যথা—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বেদের দুটি ভাগ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের অপর নাম সংহিতা। ব্রাহ্মণ আবার তিনভাগে বিভক্ত—শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। মন্ত্রভাগ পদ্যে রচিত। মন্ত্রভাগের মধ্যে একশ্রেণির মন্ত্রে শুধুমাত্র বিভিন্ন দেবতার স্তব করা হয়েছে এবং অপর শ্রেণির মন্ত্রে স্বর্গ, ধন, আয়ু, পুত্র প্রভৃতির প্রার্থনা করা হয়েছে। আচার্য শৌণকের মতে, প্রথম শ্রেণির মন্ত্র হল 'স্তুতি' (Praise) এবং দ্বিতীয় শ্রেণির মন্ত্র হল 'আশীঃ' (Prayer)।

আবার অনেকের মতে, ব্রাহ্মণের শেষ অংশ হল আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ অংশ হল উপনিষদ। ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত।

সুতরাং, আকৃতিগত দিক থেকে বেদ চারপ্রকার হলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে প্রতিটি বেদ আবার মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ ভেদে চারপ্রকার।

卐 বেদের কাল ঃ বেদ বলতে চারটি সংহিতা, প্রত্যেক বেদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহ, আরণ্যকসমূহ এবং উপনিষদ সমূহকে বোঝায়। সাধারণভাবে ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করা হলেই বেদের কাল নির্ণিত হয়ে যায়। কারণ, বেদ চারটির মধ্যে ঋগ্বেদকে সকল পণ্ডিতই পূর্ববর্তী বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুতরাং, ঋগ্বেদের কাল নির্ণীত হলেই বেদের কাল নির্ণীত হয়ে যায়।

বেদের কাল নির্ণয়ের পক্ষে প্রধান কয়েকটি মতবাদ লক্ষণীয় যথা—

১। ভাষাতত্ত্বভিত্তিক মতবাদ

২। জ্যোতির্বিদ্যাভিত্তিক মতবাদ এবং

৩। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্বভিত্তিক মতবাদ।

১। ভাষাতত্ত্বভিত্তিক মতবাদ ঃ ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদের প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থে তিনি বলেছেন ঋগ্বেদের কাল আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। বেদের ভাষা ও চিন্তাধারার ক্রম পরিণতি বিচার করে তিনি সমগ্র বৈদিক সাহিত্যকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন—

(ক) ছন্দোযুগ (১২০০ — ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

(খ) মন্ত্রযুগ (১০০০ — ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

(গ) ব্রাহ্মণযুগ (৮০০ — ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

(ঘ) সূত্রযুগ (৬০০ — ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

ম্যাক্সমুলারের চিন্তাধারাকে সমর্থন করে অন্যান্য ভাষাতাত্ত্বিকদের মতামত হল—

- হুইট্‌নির মতে, বেদের প্রাচীনতম অংশের রচনা ২০০০—১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
- বেবারের মতে, বেদের রচনাকাল ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
- শ্রোয়েডারের মতে, বেদের রচনাকাল ২০০০—১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
- ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ৯০০ বা ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (আবেস্তান ও পারসি ভাষার সঙ্গে তুলনা করে)।

২। জ্যোতির্বিদ্যাভিত্তিক মতবাদ ঃ জ্যোতির্বিদ্যাভিত্তিক বেদের কাল নির্ণয়ের পক্ষে যাঁরা সমর্থক তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—বাল গঙ্গাধর তিলক, কেটকার, বুহুলার, জ্যাকবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ।

- বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে, বেদের রচনাকাল ৬০০০—৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ (সংহিতার প্রাচীন অংশ) এবং সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির রচনা ৪০০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
- জ্যাকবির মতে, বেদের রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
- ড. রাধাকৃষ্ণাণের মতে, বেদের রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে।
- ব্লুমফিল্ডের মতে, বেদ রচনার প্রারম্ভিক সময় ৪৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
- সি. ভি. বৈদ্যর মতে বেদের সম্পূর্ণ সময়কাল ৪৫০০-৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।
- 'The Ideals of the East' গ্রন্থে জাপানের কাকাসু ওকাকুরা বলেছেন, বেদের রচনাকাল ৪,৫০০-৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

৩। ঐতিহাসিক ও ভূতত্ত্বভিত্তিক মতবাদ ঃ ঋগ্বেদে সরস্বতী নদীর বর্ণনায় যে মন্ত্রের উল্লেখ আছে তার উপর ভিত্তি করে কেটকার বলেছেন—ঋগ্বেদের রচনাকাল ৭৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পূর্ববর্তী।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম প্রাণপুরুষ অবিনাশ চন্দ্র দাস তাঁর 'Rg. Vedic India' গ্রন্থে বলেছেন, বেদের রচনাকাল ১৬০০০ খ্রিস্টপূর্ব পূর্ববর্তী।

আবার হার্টেল জরাথুস্ট্রের (৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) কালকে স্বীকার করে বেদকে তার সামান্য পূর্ববর্তী বলে স্বীকার করেছেন।

আবার আধুনিককালেও কোনো কোনো ঐতিহাসিক বেদের রচনা ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও শেষ হয়নি বলে মতামত প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং, বেদের কাল নিয়ে নানাকথা প্রচলিত থাকলেও মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় (কয়েকজন ঐতিহাসিকদের মতামত অনুযায়ী) যেমন—

- R. G. ভাণ্ডারকরের মতে, ২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব।
- ভিন্টারনিৎসের মতে, ২৫০০-২০০০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে শুরু এবং শেষ ৭৫০-৫০০ খ্রিস্টপূর্বে।
- ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া মাইনরের বোঘজকোই লিপি অনুসারে বেদের রচনাকাল ১৩৮০ খ্রিস্টপূর্ব।

অতএব সামগ্রিকভাবে বৈদিক সাহিত্যের রচনাকাল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্ব — ৫০০ খ্রিস্টপূর্ব মধ্যবর্তী বলে স্বীকার করা হয়।